

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেশুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/বাজেট-২০০৭-০৮(১)/১৩৬ তারিখ: ০৯/০৮/২০০৭ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)/২০০৭

বিষয়: অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহের ব্যাখ্যা।

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও অর্থ আইন, ২০০৬ এ কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা এবং এস.আর.ও এর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধানাবলীর যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

১। ২০০৭-০৮ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য কর হার :

করবর্ষ - ২০০৭-২০০৮

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার :

২০০৭-২০০৮ কর বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপ :

<u>মোট আয়</u>	<u>কর হার</u>
(ক) প্রথম ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ...	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

উল্লেখ্য প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ ২,০০০/- টাকার কম হবে না। কোম্পানী ব্যতীত কোন করদাতার মোট আয় ১,৫০,০০০/- টাকা বা তার কম হলে কোন আয়কর প্রদেয় হবে না। কিন্তু মোট আয় ১,৫০,০০০/- টাকার বেশী হলেই ন্যূনতম ২,০০০/- টাকা কর প্রদান করতে হবে।

তবে, যে সকল করদাতা ২০০৬-২০০৭ করবর্ষে সর্বোচ্চ ২৫% হারে কর প্রদান করেছেন, তাঁরা ২০০৭-২০০৮ করবর্ষে পূর্ববর্তী করবর্ষ থেকে কমপক্ষে ১০% অধিক হারে আয় প্রদর্শন করলে সেক্ষেত্রে উক্ত প্রদর্শিত অতিরিক্ত আয়ের জন্য পরিশোধযোগ্য করের উপর ১০% হারে কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হলো। ধরা যাক, জনাব কামাল ২০০৬-২০০৭ করবর্ষে মোট আয় ১২,০০,০০০/- টাকা প্রদর্শন করে ১,৮৫,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করেছেন। ১০,২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে মোট আয় প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁকে আয়ের একটি অংশের উপর সর্বোচ্চ ২৫% হারে কর প্রদান করতে হয়েছে। তিনি যদি ২০০৭-০৮ করবর্ষে কমপক্ষে ১০% অধিক আয় অর্থাৎ কমপক্ষে ১৩,২০,০০০/- টাকা আয় প্রদর্শন করেন সেক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণ দাড়াবে নিম্নরূপঃ

প্রথম ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০%	২৭,৫০০/-
পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১৫%	৪৮,৭৫০/-
পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২০%	৭৫,০০০/-
অবশিষ্ট ১,৯৫,০০০/- টাকার উপর ২৫%.....	৪৮,৭৫০/-
মোট কর = ২,০০,০০০/-	

করদাতা পূর্ববর্তী করবর্ষে ২৫% হারে কর প্রদান করায় এবং চলতি ২০০৭-০৮ করবর্ষে পূর্ববর্তী করবর্ষ অপেক্ষা ন্যূনতম ১০% অধিক আয় প্রদর্শন করায় প্রদর্শিত অতিরিক্ত আয়ের উপর প্রদেয় করের ১০% কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কর বর্ষ অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রদর্শিত আয় ১,২০,০০০/- টাকার উপর প্রযোজ্য ২৫% হারে করের পরিমাণ দাড়ায় ৩০,০০০/- টাকা। জনাব কামাল ৩০,০০০/- টাকার উপর ১০% অর্থাৎ ৩,০০০/- টাকা কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন। ফলে তার নীট প্রদেয় করের পরিমাণ দাড়াবে -
 $(২,০০,০০০ - ৩,০০০) = ১,৯৭,০০০/-$ টাকা।

(খ) কোম্পানীর কর হার :

২০০৭-২০০৮ কর বছরের জন্য কোম্পানী করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপ :

কোম্পানীর প্রকৃতি	করহার	শর্ত
(অ) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল publicly traded compnay এর ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ	(ক) এরূপ কোম্পানী ২০ শতাংশ এর বেশী লভ্যাংশ প্রদান করলে, প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত পাবে; (খ) এরূপ কোম্পানী ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ ঘোষণা করলে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করলে এদের জন্য প্রযোজ্য করহার হবে ৪০ শতাংশ।

<p>(আ) Non-publicly traded compnay সহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এবং Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে</p>	<p>উক্ত আয়ের ৪০ শতাংশ</p>	
<p>(ই) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে</p>	<p>উক্ত আয়ের ৪৫ শতাংশ</p>	
<p>(ঈ) মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর ক্ষেত্রে</p>	<p>উক্ত আয়ের ৪৫ শতাংশ</p>	<p>তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ কোম্পানী যদি ন্যূনতম ১০% শেয়ার Initial public offer এর মাধ্যমে Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সে ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর হার হবে ৩৫%।</p>
<p>(উ) Companies Act, 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত অংশ পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাভাসন যা Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (26) এর sub-clause (dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর</p>	<p>উক্ত আয়ের ১৫ শতাংশ</p>	

(উ) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ২৫ শতাংশ	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--

ব্যাখ্যা ১- এই অনুচ্ছেদে "publicly traded company" বলতে এরূপ কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বুঝাবে যা Companies Act, 1913 (VII of 1913) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয় বৎসরের আয়কর নির্ধারণ করা হবে সে আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানীটির শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

২। মহাপরিচালক, সিআইসি এর সংজ্ঞা পরিবর্তন :

আয়কর অধ্যাদেশের ২ ধারার ক্লজ (25AA) এ বর্ণিত Director General, Central Intelligence Cell এর সংজ্ঞাটি সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে মহাপরিচালক, সিআইসি এর অনুমোদনক্রমে যুগ্ম মহাপরিচালক, সিআইসি ও উপ-মহাপরিচালক, সিআইসি; মহাপরিচালক, সিআইসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩। মহাপরিচালক, সিআইসি এর কাজের পরিধি সংজ্ঞায়িত করে আয়কর অধ্যাদেশের

ধারা- 6 এর উপধারা- 1 এর ক্লজ (aa) এর পর নতুন ক্লজ (aaa) সংযোজন :

উক্ত সংযোজনের ফলে মহাপরিচালক সিআইসি নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদন করবেন :

- (ক) গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ;
- (খ) গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও করদাতাদের আয়কর রেকর্ড বিশ্লেষণ;
- (গ) করদাতাদের আয়কর পরিহার, আয়গোপন ও আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী অপরাধসমূহ সনাক্তকরণ;
- (ঘ) কর পরিহার, আয়গোপন, আয়কর সংক্রান্ত যে কোন অনিয়ম, কর জালিয়াতি ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, জরিমানা আদায় ও প্রয়োজন বোধে ফৌজাদারী কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- (ঙ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যকোন কার্যক্রম সম্পাদন।

৪। কোম্পানীর জন্য লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে "ন্যূনতম কর" (minimum tax)

আরোপ সম্পর্কিত ধারা 16CC সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 16CC অনুসারে যে কোন কোম্পানী করদাতার জন্য ন্যূনতম কর (minimum tax) ধার্যের বিধান বলবৎ আছে। এই আইনের

বিধান মোতাবেক কোন করবর্ষে কোম্পানীর ক্ষতি নিরূপিত হলে বা পূর্ববর্তী বছরসমূহের ক্ষতি সমন্বয়ের পর আয় উদ্ধৃত না হলেও উক্ত কোম্পানীকে তার নিরূপিত turnover বা নিরূপিত গ্রস প্রাপ্তির উপর ০.৫০ শতাংশ হারে অথবা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা- এই দু'টির মধ্যে যেটি বেশী তা ন্যূনতম কর হিসেবে পরিশোধ করার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 16CC সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধন অনুযায়ী কোন কোম্পানীর ন্যূনতম করদায় নিরূপনের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীকে তার নিরূপিত টার্নওভার বা গ্রস প্রাপ্তির উপর ০.২৫% হারে বা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, এ দু'টির মধ্যে যেটি বেশী, তা ন্যূনতম কর হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ পূর্বের ০.৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে এর হার ০.২৫% করা হয়েছে।

যে সকল করদাতার ক্ষেত্রে 16CC ধারায় কর প্রযোজ্য হবে সে সকল করদাতার ক্ষেত্রে প্রদর্শিত আয়ের উপর তফসিলী হারে প্রযোজ্য আয়কর বা 16CC ধারায় প্রদেয় আয়কর এ দু'টির মধ্যে যেটি অধিকতর, সেটি 74 ধারায় স্বীকৃত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫। ডিভিডেন্ড আয় প্রাপ্তির বর্ষে করযোগ্য হিসেবে বিবেচনার বিধান প্রবর্তন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19(7) ধারায় কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় ডিভিডেন্ড আয় ঘোষণার তারিখেই করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচনার বিধান ছিল। অর্থাৎ ঘোষিত ডিভিডেন্ড আয় প্রকৃত অর্থে পাওয়া না গেলেও ঘোষণার তারিখেই প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য করে ঐ তারিখের সংশ্লিষ্ট করবর্ষে আয় হিসেবে দেখাতে হতো। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19(7) ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে ডিভিডেন্ড যখনই ঘোষণা করা হোক না কেন, করদাতা যে দিন ডিভিডেন্ড আয় প্রাপ্ত হবেন বা প্রাপ্তির যৌক্তিক কারণ থাকবে, সে দিনের জন্য বিবেচনাযোগ্য আয় বর্ষের আয় হিসেবে বিবেচনার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ যেদিন প্রকৃত অর্থে ডিভিডেন্ড পাবেন, সেদিনের জন্য প্রযোজ্য করবর্ষেই উহা আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬। কোম্পানী পরিচালকের বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় পরিচালকের হাতে আয় হিসেবে বিবেচনার বিধান বিলোপ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19(25) ধারায় কোন কোম্পানীর একজন পরিচালক যদি একটি আয়বর্ষে ২ বারের অধিক বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং এরূপ ভ্রমণের ব্যয় যদি সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর খাতায় খরচ হিসেবে দাবী করা হয় সেক্ষেত্রে প্রথম ২টি বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় বাদে পরবর্তী এক বা একাধিক ভ্রমণ ব্যয়ের ৫০ শতাংশ খরচ সংশ্লিষ্ট পরিচালকের হাতে আয় হিসেবে গণ্য করার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে উক্ত বিধান বাতিল করা হয়েছে। ফলে অর্থ বৎসর ২০০৭-২০০৮ হতে পরিচালকদের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়, যা কোম্পানী কর্তৃক খরচ হিসেবে দাবীকৃত, এর কোন অংশই পরিচালকের আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৭। বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণ, জমি ক্রয় ও গাড়ী ক্রয়ে বিনিয়োগ সম্পর্কিত যথাক্রমে 19B, 19BB ও 19BBB ধারার বিলোপ :

আয়কর অধ্যাদেশের 19B, 19BB ও 19BBB ধারায় যথাক্রমে বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণ, জমি ক্রয় ও গাড়ী ক্রয়ে বিনিয়োগ ব্যাখ্যার পরিবর্তে নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদানের শর্তে প্রদর্শিত বিনিয়োগ, কোনরূপ প্রশ্ন ব্যতিরেকে, মেনে নেয়ার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণ, জমি ক্রয় ও গাড়ী ক্রয়ে বিনিয়োগ সম্পর্কিত যথাক্রমে 19B, 19BB ও 19BBB ধারার বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৭ থেকে এ ধারাদ্রয়ের অধীনে কর প্রদানের এ সুযোগ আর থাকছে না। তবে, যাঁরা ৩০/০৬/২০০৭ইং তারিখে বা তার পূর্বে উপরোক্ত ধারাদ্রয়ের বিধান মতে কর পরিশোধ করেছেন তাঁদের পরিশোধিত কর ও বিনিয়োগ ব্যাখ্যা আইনের বিধান অনুযায়ী যথানিয়মে সম্পন্ন হয়েছে মর্মেই বিবেচিত হবে।

৮। স্বনিবাস হিসেবে ব্যবহৃত বাড়ী ব্যাংক ঋণ দ্বারা নির্মিত হলে উক্ত ঋণের সুদ অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনার বিধান প্রবর্তন :

আয়কর অধ্যাদেশের 25 ধারার উপধারা (g) এর পর নতুন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে স্বনিবাস হিসেবে ব্যবহৃত বাড়ী, ব্যাংক বা লিজিং কোম্পানী অথবা অপরাপর কোন আইনানুগ প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের অর্থে নির্মিত হলে, উক্ত ঋণের ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থের উপর আরোপিত সুদ, অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনা করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। করদাতার সকল উৎসের আয় নিরূপনের পরে এরূপ সুদ খরচ বিয়োজন পূর্বক মোট আয় নিরূপন করতে হবে।

কোন ব্যক্তি ২০ লক্ষ টাকার অধিক এরূপ ঋণ গ্রহণ করলে মোট প্রদেয় বার্ষিক সুদ হতে ২০ লক্ষ টাকার আনুপাতিক সুদ এ বিধান অনুযায়ী সকল উৎসের মোট আয় থেকে বিয়োজনযোগ্য হবে।

৯। কোন ব্যবসার নামে গৃহীত ব্যাংক ঋণ অন্য কোন সহযোগী ব্যবসায় স্থানান্তর করলে স্থানান্তরিত অংশের আনুপাতিক সুদ অগ্রাহ্যকরণের বিধান :

আয়কর অধ্যাদেশের 29(1) ধারার ক্লজ (iii) এর প্রোভাইসোতে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ অন্য কোন করযোগ্য ইউনিট বা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করলে উক্ত ঋণের সুদ অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এ উক্ত প্রোভাইসো সংশোধনের মাধ্যমে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হলে, উক্তরূপে স্থানান্তরিত ঋণের সুদ অগ্রাহ্য করার বিধান করা হয়েছে।

১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ৫% স্পেশাল রিজার্ভ খরচ হিসেবে অনুমোদনের বিধান :

আয়কর অধ্যাদেশের 29 (1) ধারার ক্লজ (v) এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকার অনুমোদিত স্পেশাল রিজার্ভের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ১০% খরচ হিসেবে

অনুমোদনের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এ 29 (1) ধারার ক্লজ (v) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এরূপ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্পেশাল রিজার্ভের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ৫% স্পেশাল রিজার্ভ খরচ হিসেবে অনুমোদনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের সর্বোচ্চ ১০% এর স্থলে এখন সর্বোচ্চ ৫% হারে স্পেশাল রিজার্ভ খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে।

১১। রয়ালটি, টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি বা টেকনিক্যাল নো-হাউ ফি খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচসীমা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত ধারা 30 এর ক্লজ (h) এর পরিবর্তন :

ধারা 30 এর ক্লজ (h) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী রয়ালটি, টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি বা টেকনিক্যাল নো-হাউ ফি খাতে নীট মুনাফার ২.৫% এর অধিক দাবীকৃত খরচ অগ্রাহ্য করার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে ধারা 30 এর ক্লজ (h) সংশোধন করতঃ রয়ালটি, টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি বা টেকনিক্যাল নো-হাউ ফি খাতে নীট মুনাফার সর্বোচ্চ ৫% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনা করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ হার পূর্বের ২.৫০% বর্ধিত করে সর্বোচ্চ ৫% করা হয়েছে।

১২। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের 32 ধারায় উপ-ধারা (11A) বিলোপ :
আয়কর অধ্যাদেশের 32 ধারায় উপ-ধারা (11A) এর বিধান অনুযায়ী কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত কোন নতুন কোম্পানীতে মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ উক্ত নতুন কোম্পানীর শেয়ার মূলধনে বিনিয়োগ করা হলে, উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় হিসেবে বিবেচনার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের 32 ধারার উপ-ধারা (11A) বিলোপ করতঃ এরূপ অব্যাহতির বিধান বাতিল করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০৭ থেকে এরূপ মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা কর অব্যাহতি প্রাপ্য হবে না।

১৩। আয়কর অধ্যাদেশের 37 ধারা সংশোধন :
আয়কর অধ্যাদেশের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ব্যবসা খাতে উদ্ভূত ক্ষতির সাথে গৃহসম্পত্তি খাতে উদ্ভূত আয়ের সমন্বয় করার বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে 37 ধারার দ্বিতীয় প্রোভাইসোর পর একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করতঃ ব্যবসা খাতে উদ্ভূত ক্ষতির সাথে গৃহসম্পত্তি খাতে উদ্ভূত আয়ের সমন্বয় করার বিধান বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ গৃহসম্পত্তি খাতের আয় দ্বারা ব্যবসা খাতের ক্ষতিকে আর সমন্বয় করা যাবে না।

১৪। কর অবকাশ সংক্রান্ত 46A ধারা সংশোধন :
আয়কর অধ্যাদেশের 46A ধারার উপ-ধারা (1A) এর ক্লজ (ii) সংশোধন করে সৌর শক্তি প্লান্টকে কর অবকাশ সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনের ফলে সৌর শক্তি প্লান্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, অপরাপর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, 46A ধারায় উল্লেখকৃত সময়ের জন্য কর অবকাশ সুবিধা ভোগের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৫। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 51 এর সংশোধন :
আয়কর অধ্যাদেশের 51 ধারার বিধান অনুযায়ী সরকারী অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ থেকে আগাম (upfront) ও অগ্রীম (at source) আয়কর কর্তন/সংগ্রহের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 51 এর উপ-ধারা (1) এর পর একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড ও ট্রেজারী বিল থেকে আগাম (upfront) ও অগ্রীম (at source) আয়কর কর্তন/সংগ্রহের বিধান বিলোপ করা হয়েছে।

১৬। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52 এর সংশোধন :
আয়কর অধ্যাদেশের 52 ধারার বিধান অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়নের (execution of contract) ক্ষেত্রে প্রাপ্য বিল থেকে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52 এর উপ-ধারা (1) এর সংশোধন করতঃ সাব-কন্ট্রাক্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও (execution of sub-contract) প্রাপ্য বিল থেকে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট এবং সাব-কন্ট্রাক্ট উভয়ের ক্ষেত্রেই উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ১লা জুলাই ২০০৭ থেকে সাব-কন্ট্রাক্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রাপ্য বিল থেকে উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

১৭। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের হার পরিবর্তন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52A, 52AA, 52AAA, 52B, 52D ও 52F এর সংশোধন :

(ক) আয়কর অধ্যাদেশের 52A এর উপ-ধারা (1) এর বিধান অনুযায়ী যে কোন হাসপাতাল বা ডায়াগনেস্টিক সেন্টার কর্তৃক ডাক্তারকে প্রদেয় বিলের উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52A এর উপ-ধারা (1) সংশোধন করতঃ যে কোন হাসপাতাল বা ডায়াগনেস্টিক সেন্টার কর্তৃক ডাক্তারকে প্রদেয় বিলের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের ৫% হারকে ১০% এ বর্ধিত করা হয়েছে।

(খ) আয়কর অধ্যাদেশের 52AA এর বিধান অনুযায়ী স্টিভিডরিং এজেন্সী ও প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস এজেন্সীকে প্রদেয় বিল থেকে ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52AA এর সংশোধন করতঃ স্টিভিডরিং এজেন্সী ও প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস এজেন্সীকে প্রদেয় বিলের উপর ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের ৫% হারকে ৭.৫০% এ বর্ধিত করা হয়েছে।

(গ) আয়কর অধ্যাদেশের 52AAA এর বিধান অনুযায়ী ক্লিয়ারিং ফরোয়াডিং এজেন্সীকে প্রদেয় বিল থেকে ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান ছিল।

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52AAA এর সংশোধন করতঃ ক্লিয়ারিং ফরোয়ার্ডিং এজেন্সীকে প্রদেয় বিলের উপর ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের ৫% হারকে ৭.৫০% এ বর্ধিত করা হয়েছে।

(ঘ) আয়কর অধ্যাদেশের 52B এর বিধান অনুযায়ী বিড়ি/সিগারেটের ব্যাভরোল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাভরোলের মূল্যের উপর ৪% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52B এর সংশোধন করতঃ বিড়ি/সিগারেটের ব্যাভরোল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ব্যাভরোলের মূল্যের উপর ৬% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের ৪% হারকে ৬% এ বর্ধিত করা হয়েছে।

(ঙ) আয়কর অধ্যাদেশের 52D এর সংশোধনঃ

(১) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে ১লা জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে বা তার পর ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে, যে ক্ষেত্রে এরূপ সুদ/মুনাফা গ্রহীতার বার্ষিক মোট প্রাপ্য সুদ/মুনাফার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা বা তার চেয়ে কম সে ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের প্রযোজ্যতা নেই।

(২) সুদ/মুনাফা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে ১লা জুলাই, ২০০৭ তারিখে আরদ্ধ অর্থ বছরে করদাতার প্রাপ্য বার্ষিক সুদের পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হবে না সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করদাতার অন্য কোথাও কোন সঞ্চয়পত্র আছে কিনা, যার ফলে করদাতার প্রাপ্য বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হতে পারে, সে বিষয়ে করদাতার নিকট হতে একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

(৩) করদাতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ১লা জুলাই তারিখে আরদ্ধ অর্থ বছরের বার্ষিক সুদ/মুনাফার পরিমাণ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হলে, শুধুমাত্র ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অতিরিক্ত সুদ/মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। কোন করদাতা ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অব্যাহতি সীমার সুবিধা সাধারণভাবে শুধুমাত্র একটি সুদ/মুনাফা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্য হবেন। উল্লেখ্য যে, করদাতা যদি একাধিক প্রতিষ্ঠান বা একাধিক রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সঞ্চয় পত্রের সুদ/মুনাফা প্রাপ্য হন তা হলে উক্ত করদাতার ইচ্ছা অনুযায়ী ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অব্যাহতি সীমার সুবিধা যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানে বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিশিষ্ট সঞ্চয়পত্রে গ্রহণ করতে পারবেন। করদাতার উক্ত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উৎসে আয়কর কর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- (৪) করদাতা যদি একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে বা একাধিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিশিষ্ট সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা প্রাপ্য হয়ে থাকেন এবং সে ক্ষেত্রে যদি কোন একটি প্রতিষ্ঠানে বা সঞ্চয়পত্রে প্রাপ্য সুদ/মুনাফা ২৫,০০০/- টাকা অতিক্রম না করে এবং তাঁর সর্বমোট সুদ/মুনাফা যদি ২৫,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হয়, তবে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের বিষয়টি সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে করদাতার ২৫,০০০/- টাকা অব্যাহতি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত ঘোষণাপত্রে তাঁর প্রাপ্য সুদ/মুনাফা বা মোট সঞ্চয়পত্রের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ্য করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে যে প্রতিষ্ঠান বা যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিশিষ্ট সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা থেকে করদাতা উৎসে কর পরিশোধ করতে ইচ্ছুক শুধুমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত ঘোষণাপত্রে তিনি ১০% হারে আনুপাতিক অথবা সর্বমোট করদায় (তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী) কর্তন করতে ইচ্ছুক মর্মে ঘোষণা করবেন। কোন অবস্থাতেই করদাতার টিআইএন, আয়ের উৎস, অপ্রয়োজনীয়ভাবে মোট সঞ্চয়পত্রের পরিমাণ বা প্রাপ্য সুদের পরিমাণ ইত্যাকার তথ্যাদি সুদ/মুনাফা গ্রহীতার কাছ থেকে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ জানতে চাইবেন না বা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ্য করতে বাধ্য করবেন না। সাদা কাগজে লিখিত ঘোষণাপত্র সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা গ্রহীতা উপস্থাপন করতে পারবেন, নির্ধারিত ছকের বাধ্যবাধকতা নেই।
- (৫) সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুদ/মুনাফা গ্রহণকারী কোন ঘোষণাপত্র দাখিলে অপারগতা প্রকাশ করলে সমুদয় সুদ/মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- (৬) অনুচ্ছেদ- ২, ৩, ৪ ও ৫ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া কেবল ০১/০১/২০০৪ইং তারিখে বা তার পরে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা, যা ০১/০৭/২০০৭ইং তারিখে বা তার পরে উদ্ভূত, এর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ০১/০৭/২০০৭ইং তারিখের পূর্বে উদ্ভূত/ক্রেডিট প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা ০১/০৭/২০০৭ইং তারিখে বা তার পরে উত্তোলন করলে তার উপর ১০% হারে কর কর্তন করতে হবে না। শুধুমাত্র ০১/০৭/২০০৭ইং তারিখ থেকে যে সুদ/মুনাফা উদ্ভূত/ক্রেডিট প্রাপ্ত হবে তার উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।
- (৭) ১১/০৬/১৯৯৯ইং তারিখ থেকে ৩১/১২/২০০৩ইং তারিখ পর্যন্ত সময়বৃত্তে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফার ক্ষেত্রে সুদের পরিমাণ নির্বিশেষে পূর্বের ন্যায় ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে; যা চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- (৮) ১লা জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখে বা তার পরে ক্রয়কৃত যে সকল সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা থেকে ৩০শে জুন, ২০০৭ পর্যন্ত উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য ছিল না, সে সকল সুদ/মুনাফা আয় সাধারণ

নিয়মে করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা সুদ/মুনাফা আয় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।

(৯) যে সকল সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা আয়কর মুক্ত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে সে সকল সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হবে না।
উদাহরণ স্বরূপ : ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য নয়।

(চ) আয়কর অধ্যাদেশের 52F এর সংশোধনঃ

ইতিপূর্বে বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশের 52F ধারা অনুযায়ী ইট ভাটার লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের সময় এক সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ৭,৫০০/- টাকা, দেড় সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ১০,০০০/- টাকা এবং দুই সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ১৫,০০০/- টাকা উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 52F সংশোধন করতঃ ইট ভাটার লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের সময় এক সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ৭,৫০০/- টাকার স্থলে ১০,০০০/- টাকা, দেড় সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ১০,০০০/- টাকার স্থলে ১২,০০০/- টাকা এবং দুই সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ১৫,০০০/- টাকার স্থলে ১৮,০০০/- টাকা উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে। ইট ভাটার অনুমতি/লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সচরাচর জেলা প্রশাসক কার্যালয়) উৎসে কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

এ ধারার অধীন “এক সেকশন” অর্থ অনধিক ২০৫ ফুট দৈর্ঘ্য, অনধিক ৫৪ ফুট প্রস্থ ও ৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কোন ইটভাটা, যাতে ন্যূনতম ১২০ ফুট অথবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত উচ্চতা ও বর্ণনার একটি চিমনী রয়েছে বুঝাবে;

“দেড় সেকশন” অর্থ অনধিক ২৫০ ফুট দৈর্ঘ্য, অনধিক ৬২ ফুট প্রস্থ ও ৮ ফুট উচ্চতা অথবা ২৫০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৫৪ ফুট প্রস্থ ও ১০.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কোন ইটভাটা (জিগজাগ বা হাওয়া ভাটার ক্ষেত্রে), যাতে ন্যূনতম ১২০ ফুট অথবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত উচ্চতা ও বর্ণনার একটি চিমনী রয়েছে বুঝাবে;

“দুই সেকশন” অর্থ দেড় সেকশনের জন্য নির্ধারিত পরিমাপের উর্ধে যে কোন পরিমাপবিশিষ্ট কোন ইটভাটা, যাতে ন্যূনতম ১২০ ফুট অথবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত উচ্চতা ও বর্ণনার একটি চিমনী রয়েছে বুঝাবে।

১৮। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 52K, 52L ও 52M সংযোজন :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত তিনটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত নতুন ধারাসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) **Collection of tax by City Corporation at the time of issuing and renewal of trade licence (ধারা-52K):**

আয়কর অধ্যাদেশের নতুন সংযোজিত ধারা 52K অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন যে কোন ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন বা ইস্যু করার সময়, লাইসেন্স গ্রহণকারীর নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের অনুকূলে পরিশোধিত চালান অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে ১,০০০/- টাকা হারে অগ্রীম আয়কর গ্রহণ করবেন। এরূপ আদায়কৃত অগ্রীম কর করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে ধার্যকৃত করের সাথে সমন্বয়যোগ্য/প্রতর্পণযোগ্য কর হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিধান দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(খ) **Collection of tax on account of trustee fees- (ধারা-52L) :**

আয়কর অধ্যাদেশের নতুন সংযোজিত 52L ধারার বিধান অনুযায়ী যে কোন কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ট্রাস্ট কর্তৃক ট্রাস্টী ফি অথবা ট্রাস্ট এর সদস্যদের ফি প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত ফি থেকে ১০% হারে উৎসে অগ্রীম আয়কর কর্তন করতে হবে। এরূপ আদায়কৃত অগ্রীম কর করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে ধার্যকৃত করের সাথে সমন্বয়যোগ্য কর হিসেবে বিবেচিত হবে।

(গ) **Collection of tax from freight forward agency commission (ধারা-52M) :**

আয়কর অধ্যাদেশে নতুন সংযোজিত 52M ধারায় ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্সী কমিশন থেকে ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্টকে কমিশন প্রদানের সময় প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি কর্তৃক সম্পূর্ণ কমিশনের উপর ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। এরূপ উৎসে কর্তিত অগ্রীম কর করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে ধার্যকৃত করের সাথে সমন্বয়যোগ্য কর হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৯। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 53AA, 53CC, 53E, 53EE, 53F, 53FF, 53G ও 53GG এর সংশোধন :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত কয়েকটি ধারায় সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনীসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) আয়কর অধ্যাদেশের 53AA ধারার সংশোধনীর মাধ্যমে নিবাসী করদাতার মালিকানাধীন বা চার্টার্ড জাহাজ দ্বারা বিদেশে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার উপর ৪% এর স্থলে ৫% হারে উৎসে আয়কর পরিশোধের

বিধান করা হয়েছে। উৎসে কর কর্তনের পরিবর্তিত এ হার ১ জুলাই, ২০০৭ হতে কার্যকর হবে।

- (খ) আয়কর অধ্যাদেশের 53CC ধারার সংশোধনীর মাধ্যমে অনিবাসী কুরিয়ার কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক কোন মালামাল, ডকুমেন্ট, পার্সেল অথবা অন্য কোন কিছু বিদেশে শিপমেন্ট বাবদ বাংলাদেশে উদ্ভূত সার্ভিস চার্জের উপর ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ অনিবাসী কুরিয়ার কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট হিসাবে বাংলাদেশে কর্মরত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক তাদের প্রিন্সিপাল কোম্পানীকে বাংলাদেশ হতে অর্থ প্রেরণের সময় ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে। উৎসে আয়কর কর্তনের প্রমান দাখিলের পরেই বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ ছাড় করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই ধারার আওতায় সংগৃহীত কর আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত হার ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।
- (গ) ইতিপূর্বে বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 53E অনুযায়ী কোম্পানী/ কর্পোরেশন/সংস্থার প্রস্তুতকৃত পণ্য বিতরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য বিতরণকারী ব্যক্তিকে প্রদেয় কমিশন/ফিস/ডিসকাউন্ট হতে ৫% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে কমিশন/ফিস/ডিসকাউন্ট ইত্যাদি, নগদে অথবা পণ্যে অথবা হ্রাসকৃত পণ্যমূল্যে, বাজারজাতকারী/পরিবেশক/বিতরণকারীকে প্রদত্ত, যে কোনভাবেই পণ্য বাজারজাতকরণ/বিতরণ হোক না কেন, প্রদেয় নগদ অর্থ বা অর্থমূল্য হতে ৫% এর স্থলে ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করার বিধান করা হয়েছে। উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত এ হার ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে। অর্থাৎ পূর্বের ৫% হার বর্ধিত করে ৭.৫০% করা হয়েছে।
- (ঘ) আয়কর অধ্যাদেশের 53EE ধারার সংশোধনের মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতার প্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত কমিশন/চার্জ/রিমুনেশন এর ক্ষেত্রে ২.৫% এর স্থলে ৪% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত হার ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।
- (ঙ) রিয়েল এস্টেট বা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমি, বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে নিম্নে উল্লিখিত পরিবর্তিত হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে:
- (অ) বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারের জন্য ১৭৫/- টাকার স্থলে ২৫০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- (আ) জমি বা প্লটের ক্ষেত্রে দলিল মূল্যের উপর ২.৫% এর স্থলে ৫% হারে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ ধারার আওতায় সংগৃহীত কর আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। পে-অর্ডারের মাধ্যমে উক্ত আয়কর জমা করতে হবে। উৎসে আয়কর আদায়ের পরিবর্তিত হার ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(চ) আয়কর অধ্যাদেশের 53G ধারার সংশোধনের মাধ্যমে বীমা কোম্পানী কর্তৃক বীমা ব্যবসা সংগ্রহ অথবা বিদ্যমান বীমা পলিসি নবায়ন বা continuance এর জন্য নিবাসী বীমা এজেন্টকে প্রদেয় কমিশন থেকে ৫% এর স্থলে ৭.৫% হারে উৎসে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত হার ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(ছ) আয়কর অধ্যাদেশের 53GG ধারার সংশোধনের মাধ্যমে জেনারেল ইস্যুরেস কোম্পানী কর্তৃক সার্ভেয়ারদের প্রদত্ত সার্ভে ফি থেকে ৫% এর স্থলে ৭.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। উৎসে আয়কর কর্তনের পরিবর্তিত হার ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২০। ক্রেডিট কার্ডের বিল থেকে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশে ধারা 53GGG বিলোপ :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডের বিল থেকে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 53GGG বিলোপ করা হয়েছে।

২১। ডাকঘর কর্তৃক প্রদেয় সুদ থেকে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশের 53F ধারার সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশের 53F ধারার সংশোধনীর মাধ্যমে ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা লিজিং কোম্পানী এবং হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানী ছাড়াও ডাকঘর কর্তৃক গৃহীত আমানতের সুদ অথবা মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রেও ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০৭ বা এর পরে উদ্ভূত সুদ/মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিট করার সময় এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ৩০শে জুন, ২০০৭ পর্যন্ত উদ্ভূত/ক্রেডিটপ্রাপ্ত সুদ/মুনাফা ১লা জুলাই, ২০০৭ এর পর উত্তোলন করা হলেও তার উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না; শুধুমাত্র ১লা জুলাই, ২০০৭ থেকে উদ্ভূত/ক্রেডিটপ্রাপ্ত সুদ/মুনাফার উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

২২। নীট ওয়ার ও ওভেন গার্মেন্টস ছাড়াও অন্যান্য সকল পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্যের উপর .২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের নতুন ধারা 53BBBB সংযোজন :

53BBBB Collection of tax from export of any Goods except knit-wear and woven garments.- আয়কর অধ্যাদেশের নতুন ধারা 53 BBBB অনুযায়ী নীটওয়ার ও ওভেন গার্মেন্টস ছাড়াও অন্য যে কোন পণ্য

রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের নিকট থেকে মোট রপ্তানি মূল্যের উপর ০.২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই ২০০৭ বা এর পরে প্রাপ্ত export proceeds এর মোট মূল্য অর্থাৎ ইনভয়েস ভ্যালুর উপর উৎসে আয়কর কর্তনের এ বিধান প্রযোজ্য হবে। এরূপ রপ্তানি আয়ের জন্য উৎসে কর্তিত আয়করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশের অধীন কোন কোম্পানী যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করে থাকে সেক্ষেত্রে করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন সাপেক্ষে রপ্তানি খাতে প্রাপ্তি করদাতার হিসাবে ক্রেডিট করার অনুমতি প্রদান করতে পারে।

নীট ওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস রপ্তানির ক্ষেত্রে 53BB ধারা অনুযায়ী export proceeds এর ০.২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান অপরিবর্তিত আছে।

২৩। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 64 ও 68 এর সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 64 এর উপ-ধারা (1) সংশোধনের মাধ্যমে যে সকল করদাতার সর্বশেষ করবর্ষে নিরূপিত আয় ৩ লক্ষ টাকা বা তার অধিক সে সকল করদাতাগণের ক্ষেত্রে অগ্রীম আয়কর পরিশোধের বিধান করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 68 সংশোধনের মাধ্যমে যে সকল নতুন করদাতার আয় ৩ লক্ষ টাকা বা তার অধিক বলে প্রতীয়মান হবে সে সকল করদাতাগণের ক্ষেত্রেও অগ্রীম আয়কর পরিশোধের বিধান করা হয়েছে।

২৪। স্বীকৃত করদায় পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 74 এর সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 74 এর উপ-ধারা (1) সংশোধনের মাধ্যমে আয়কর রিটার্নের ভিত্তিতে তফসিলী হারে পরিশোধযোগ্য কর ও আয়কর অধ্যাদেশের 16CC ধারায় পরিশোধযোগ্য কর (যদি থাকে) এ দু'টির মধ্যে যেটি বেশী তাই করদাতার স্বীকৃত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

২৫। সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি (Universal Self Assessment) প্রবর্তনের বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশের নতুন ধারা 82BB এর সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 82B এর পর নতুন ধারা 82BB সংযোজনের মাধ্যমে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি (Universal Self Assessment) প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিধানের ফলে যে কোন করদাতা নিরূপিত আয়/ক্ষতি নির্বিশেষে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। উক্ত রূপে দাখিলকৃত রিটার্ন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী গ্রহণ করবেন এবং রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র করদাতাকে প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তি-স্বীকারপত্রই করদাতার কর নির্ধারণী আদেশ বলে বিবেচিত হবে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪২ এর প্রোভাইসো, ধারা- ৪৩A এবং ৪৩AA এর আওতায় দাখিলকৃত নয়, এরূপ যে কোন রিটার্ন যদি ধারা ৭৫(২) এবং ধারা ৭৪ এর শর্ত পরিপালন পূর্বক দাখিলকৃত হয়ে থাকে তবে তা সার্বজনীন স্বনির্ধারণ পদ্ধতির আওতায় দাখিলকৃত ও নিষ্পত্তিযোগ্য রিটার্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।

এরূপ রিটার্ন আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫(২) ধারায় উল্লেখকৃত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং ৭৪ ধারায় উল্লিখিত স্বীকৃত করদায় পরিশোধিত হতে হবে। ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় করযোগ্য সীমায় না হলে ন্যূনতম কর জমাदानের প্রয়োজন নেই, কিন্তু কোম্পানী করদাতার ক্ষেত্রে রিটার্নে ক্ষতি প্রদর্শিত হলেও ১৬CC ধারা অনুযায়ী করদায় পরিশোধ করতে হবে।

করদাতার রিটার্নে ক্ষতি প্রদর্শিত হলে, রিফান্ড উদ্ভূত হলে, পূর্ববর্তী বছরের অপেক্ষা কম আয় প্রদর্শিত হলে, এমনকি করমুক্ত আয় থাকলে অথবা দান প্রাপ্ত হলেও সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য রিটার্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।

ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানী বা অন্য যে কোন করযোগ্য সত্ত্বা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ, সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত যে কোন রিটার্ন বাছাই করে নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার প্রয়োজনবোধে উক্ত রিটার্নসমূহ নিরীক্ষার পর প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের ৪৩(২) বা ৪৪ ধারায় মামলা নিষ্পত্তি করবেন। অর্থাৎ কোন উপকর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন সম্মানিত করদাতার রিটার্ন নিরীক্ষা করতে পারবেন না।

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (২) সংশোধন করতঃ এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির যে সকল রিটার্ন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অডিটের জন্য বাছাই করা হবে সে সকল মামলার করাদেশ সংশ্লিষ্ট রিটার্ন দাখিলের মাস শেষ হওয়ার ১৫ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে।

ধারা ৭৫(২) এবং ধারা ৭৪ এর উভয় শর্ত বা কোন একটি শর্ত পরিপালিত না হলে অথবা ৭৩ ধারার আওতায় দাখিলকৃত হলে অথবা অন্যবিধ উপায়ে দাখিলকৃত হলে, রিটার্নসমূহ সাধারণভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য রিটার্ন হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এরূপ রিটার্ন ৪২BB ধারার আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হবে না।

২৬। অনুসন্ধান ও ক্রোককরণ বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশের ১১৭ ধারার উপ-ধারা ৪ এর পর একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা ৪ এর পর নতুন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ১১৭(৪) ধারার বিধান মোতাবেক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী হিসেবের খাতাপত্র, প্রমানাদি, অর্থ,

স্বর্ণ, জুয়েলারী বা অন্যকোন মূল্যবান সামগ্রী স্থিতাবস্থায় রাখতে ব্যর্থ হয় তবে সে ব্যক্তির নিকট হতে সেরূপ অর্থ অথবা স্বর্ণ, জুয়েলারী বা অন্যকোন মূল্যবান সামগ্রীর সমপরিমান অর্থমূল্য সিআইসি'র উপ-মহাপরিচালক অথবা সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার আদায় করতে পারবেন এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী খেলাপী করদাতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২৭। কর কমিশনারের রিভিউ সম্পর্কিত 121 ধারার বিলোপ :

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 121 ধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। তবে, ৩০/০৬/২০০৭ এর পূর্বে 121 ধারায় যে সকল আবেদন গৃহীত হয়েছে সে সকল আয়কর মামলার ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে কর কমিশনার কর্তৃক 121 ধারার আদেশ প্রণয়ন করতে হবে।

২৮। রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা আরোপ সংক্রান্ত ধারা 124 এর পরিবর্তন :

ইতিপূর্বে বিদ্যমান ধারা অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75, 77, 89(2), 91(3) অথবা 93(1) অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা 124 এর উপ-ধারা (1) অনুযায়ী সর্বশেষ আরোপিত আয়করের ১০% অথবা ২,৫০০/- টাকা ও পরবর্তী প্রতি খেলাপী দিবসের জন্য ২৫০/- টাকা, এ দু'টির মধ্যে যেটি বেশী, জরিমানা আরোপ করার বিধান ছিল।

অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 124(1) সংশোধন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কোন করদাতা 75, 77, 89(2), 91(3) অথবা 93(1) অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার ধারা 124(1) অনুযায়ী সর্বশেষ আরোপিত আয়করের ১০% অথবা ১,০০০/- টাকা ও পরবর্তী প্রতি খেলাপী দিবসের জন্য ৫০/- টাকা, এ দু'টির মধ্যে যেটি বেশী, জরিমানা আরোপ করতে পারবেন।

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 124 এর উপধারা (2) এর ক্লজ (a) এর '110' এর পর 'or 113' সংখ্যা ও শব্দটি বিলুপ্ত করে উপধারা (2) এর পর একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তি আয়কর অধ্যাদেশের 113 ধারা অনুযায়ী তথ্য দাখিলে ব্যর্থ হলে, সিআইসি'র উপমহাপরিচালক অথবা সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার উক্ত ব্যর্থতার জন্য ২৫,০০০/- টাকা এবং এরূপ প্রতি খেলাপী দিবসের জন্য ৫০০/- টাকা হারে জরিমানা আরোপ করতে পারবেন।

২৯। আপীলাত কর কমিশনার বা আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনার কর্তৃক আপীল

আদেশ জারী ও আপীল আদেশ প্রণয়নের সময়সীমা সংক্রান্ত 156 ধারার পরিবর্তন :
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 156 ধারার উপ-ধারা (5) সংশোধন করে আপীল আদেশ প্রণয়নের ৩০ দিনের মধ্যে আপীল আদেশ জারীর সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে বিদ্যমান 156(6) ধারা অনুযায়ী করদাতা কর্তৃক আপীলাত কর কমিশনার বা আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট আপীল মামলা দায়েরের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল আদেশ প্রণয়নের সময়সীমা ধার্য করা ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে ধারা 156(6) সংশোধন করে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে, করদাতা যে মাসে আপীল দায়ের করবেন সে মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে আপীল আদেশ প্রণয়ন করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৭ এর পর দাখিলকৃত আপীল মামলার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

৩০। আয়কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে করদায় পরিশোধ ও আপীল ফি সংক্রান্ত 158 ধারার পরিবর্তন :

(ক) আয়কর অধ্যাদেশের 158(2) ধারা সংশোধন করে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে, করদাতা কর্তৃক আয়কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে 156 ধারায় প্রদেয় করদায় এবং 74 ধারায় করদাতা কর্তৃক স্বীকৃত করদায়ের পার্থক্যের ১০% আয়কর পরিশোধ করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৭ ইং তারিখে বা তার পরে দায়েরকৃত যে কোন করবর্ষের মামলার জন্য পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(খ) আয়কর অধ্যাদেশের 158(2) ধারার পর ইতোপূর্বে বিদ্যমান প্রভাইসোট অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে বিলোপ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে 158(2) ধারায় প্রদেয় কর প্রদানের শর্ত শিথিলের ক্ষমতা করো থাকবে না। তবে ১লা জুলাই, ২০০৭ইং তারিখের পূর্বে কর শিথিলকরণের আবেদন গৃহীত হয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে কর কমিশনার 158(2) ধারায় কর শিথিলকরণের আদেশ প্রণয়ন করতে পারবেন।

(গ) আয়কর অধ্যাদেশের 158(5) ধারায় সংশোধনের মাধ্যমে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল ফি ৫০০/- টাকা স্থলে ১,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০০৭ বা এর পরে যে কোন করবর্ষের জন্য কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

৩১। কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে কর্তৃক আপীল মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত 159 ধারার সংশোধন :

(ক) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 159 ধারার উপ-ধারা (4) সংশোধন করে ট্রাইব্যুনাতে আদেশ জারীর সময়সীমা ১৫ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ সময়সীমা ১ জুলাই ২০০৭ বা এর পরে প্রণীত ট্রাইব্যুনাতে আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(খ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 159 ধারার উপ-ধারা (6) সংশোধন করে ট্রাইব্যুনাতে দাখিলকৃত আপীল মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ৪ মাসের পরিবর্তে ৬ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩২। নোটিশ জারী সংক্রান্ত বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশের 178 ধারার সংশোধন :
ইতিপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুসারে আয়কর অধ্যাদেশের যে কোন বিধিবদ্ধ নোটিশ registered with acknowledgement due ডাকযোগে প্রেরণ বৈধ জারী বলে গণ্য করার বিধান ছিল। 178 ধারার (1) উপধারায় আনীত সংশোধনীর ফলে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশকে বৈধ জারী বলে গণ্য হবে। পাশাপাশি Civil Procedure Code, 1908 অনুযায়ী সমন জারীর ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

৩৩। টিআইএন (TIN) সনদ দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশের 184A ধারার সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশের 184A ধারার ক্লজ (h) এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে যে কোন লিজিং কোম্পানী থেকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার টিআইএন (TIN) সনদ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সম্বলিত বিধান করা হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশের 184A ধারায় ক্লজ (n) সংযোজনের মাধ্যমে কোন ট্রেড বডি'র সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়নের ক্ষেত্রে টিআইএন (TIN) সনদ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সম্বলিত বিধান করা হয়েছে।

৩৪। ইউটিআইএন (UTIN) প্রবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 184BBB সংযোজন :

আয়কর অধ্যাদেশে একটি নতুন ধারা 184BBB সংযোজনের মাধ্যমে যে সকল করদাতার টিআইএন (TIN) এবং বিআইএন (BIN) আছে, সে সকল করদাতাগণকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে একটি সমন্বিত সনাক্তকারী নম্বর [Unified Taxpayers Identification Number (UTIN)] প্রদানের বিধান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে পরবর্তীতে নীতিমালা প্রণীত হবে।

৩৫। লিজিং কোম্পানীর অবচয় বিষয়ে আয়কর অধ্যাদেশের The Third Schedule এর Paragraph (3) এর পর নতুন Sub-paragraph (4) এর সংযোজন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Third Schedule এর Paragraph (3) এর পর নতুন Sub-paragraph (4) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, লিজিং কোম্পানীর মালিকানাধীন মেশিনারী, প্লান্ট, যানবাহন, আসবাবপত্র ও অন্য যে কোন পরিসম্পদ ফাইন্যান্সিয়াল লিজিংয়ে প্রদানকৃত থাকলে উক্ত মেশিনারী, প্লান্ট, যানবাহন, আসবাবপত্র ও অন্য যে কোন পরিসম্পদের অবচয় খরচ, লিজিং কোম্পানীর জন্য অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩৬। আয়কর অধ্যাদেশের The Sixth Schedule এর সংশোধন :

(ক) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Sixth Schedule এর Part A এর paragraph 31A বিলোপের মাধ্যমে ব্যবসা বা পেশাখাতে ব্যবহৃত

প্লান্ট ও মেশিনারী বিক্রয় থেকে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা আয়কে করযোগ্য করা হয়েছে।

- (খ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Sixth Schedule এর Part B এর শিরোনাম সংশোধনের মাধ্যমে অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাদের আয়কর অধ্যাদেশের ৪৪ ধারা অনুযায়ী বিনিয়োগ কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৩৭। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত কতিপয় প্রজ্ঞাপন :

- (ক) এস.আর.ও নং ১৫৫-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে এস.আর.ও নং ১৯১-আইন/৯৭ তারিখ- ১৯ আগস্ট ১৯৯৭ এবং Notification S.R.O No. 313-L/86 dated- 24th July 1986 রহিতক্রমে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়কে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচনা করার বিধান করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ বিধান ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখে আরম্ভ করবর্ষ হতে কার্যকর হবে।

- (খ) এস.আর.ও নং ১৫৫-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে এস.আর.ও নং ২৩২-আয়কর/২০০৩, তারিখ- ৩১ জুলাই ২০০৩ রহিতক্রমে বাংলাদেশের কোন স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোন কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর জনিত মূলধনী আয়ের উপর হ্রাসকৃত ১০% হারে আয়কর আরোপের বিধান বাতিল করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের কোন স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোন কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর জনিত মূলধনী আয়ের উপর আয়কর অধ্যাদেশের দ্বিতীয় তফসিলের প্রযোজ্য হারে কর আরোপ করতে হবে।

- (গ) এস.আর.ও নং ১৫৫-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে এস.আর.ও নং ২২০-আইন/আয়কর/২০০৪, তারিখ- ১৩ জুলাই ২০০৪ রহিতক্রমে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত কোন কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরজনিত মূলধনী মুনাফার উপর হ্রাসকৃত ১০% হারে আয়কর আরোপের বিধান বাতিল করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত কোন কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর জনিত মূলধনী আয়ের উপর আয়কর অধ্যাদেশের দ্বিতীয় তফসিলের প্রযোজ্য হারে কর আরোপ করতে হবে।

- (ঘ) এস.আর.ও নং ১৫৬-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে Notification S.R.O No. 454-L/80 dated- 31st December 1980 এর clause (a) এর sub-clause (1) ও sub-clause (2) বিলোপ করে ডাকঘর সঞ্চয়পত্র থেকে উদ্ভূত আয় ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের আমানত থেকে উদ্ভূত সুদ আয়কে করযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ বিধান ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখে বা তৎপরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ/মুনাফা প্রাপ্তি/ক্রেডিট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

একই সাথে আয়কর অধ্যাদেশের 52D ধারার সংশোধনের মাধ্যমে ১লা জানুয়ারী ২০০৪ ইং তারিখে বা তার পরে ক্রয়কৃত যেকোন সঞ্চয়পত্রের সুদ/মুনাফা থেকে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সঞ্চয়পত্র থেকে এরূপ কর্তিত উৎসে আয়কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। তাছাড়াও আয়কর অধ্যাদেশের 53F সংশোধনক্রমে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের আমানত হিসেবের সুদ/মুনাফা হতে ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ থেকে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের আমানত হিসেবের সুদ/মুনাফা থেকে উৎসে কর্তিত এরূপ আয়কর চূড়ান্ত করদায় নয়।

- (ঙ) এস.আর.ও নং ১৫৬-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে Notification S.R.O No. 454-L/80 dated- 31st December 1980 এর clause (a) এর sub-clause (3) বিলোপ করে একই সাথে নতুন জারীকৃত এস.আর.ও নং ১৫৮-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত আয়ের উপর ১৫% হারে আয়কর আরোপের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তফসিলের হারে আরোপিত আয়কর অথবা রেয়াতী ১৫% হারে সম্পূর্ণ আয়ের উপর আরোপিত আয়কর, এ দু'টির মধ্যে যেটি কম সেটি করদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে, মেডিক্যাল, ডেন্টাল, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাদানে নিয়োজিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজসমূহের আয় করমুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছর অবশ্যই যথাসময়ে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ আয়কর বিবরণী দাখিল করতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আয় পূর্বের মতো করমুক্ত হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের আয়কর বিবরণী দাখিলের প্রয়োজন নেই।

- (চ) এস.আর.ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে ট্রাস্টী আইনে নিবন্ধনকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর ১৫% রেয়াতি হারে আয়কর আরোপ করা হয়েছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তফসিলের হারে আরোপিত আয়কর অথবা রেয়াতী ১৫% হারে সম্পূর্ণ আয়ের উপর আরোপিত আয়কর, এ দু'টির মধ্যে যেটি কম সেটি করদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। পরিবর্তিত এ বিধান ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখে আরম্ভ করবর্ষ হতে কার্যকর হবে।

- (ছ) এস.আর.ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত জিরো কুপন বন্ড থেকে উদ্ভূত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ বিধান অনুসারে জিরো কুপন বন্ড হতে উদ্ভূত আয় মোট আয়ের বহির্ভূত থাকবে।

৩৮। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি- 13 ও বিধি- 17D এর সংশোধন সংক্রান্ত :
এস.আর.ও নং ১৬০-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮ জুন ২০০৭ এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি- 13 এর সংশোধনের মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের সপ্তম ধারা অনুযায়ী উৎসে কর্তনকৃত/আদায়কৃত আয়কর কর্তনের/আদায়ের ১ সপ্তাহের পরিবর্তে ৩ সপ্তাহের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত কর জমাদানের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ বিধান ১লা জুলাই ২০০৭ তারিখ থেকে কর্তনকৃত/আদায়কৃত উৎসে আয়করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

একই এস,আর,ও এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি- 17D পরিবর্তন করে প্রকাশ্যে নিলামের মাধ্যমে কোন সম্পত্তি বা সামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিলামমূল্যের ৩% এর পরিবর্তে ৫% হারে উৎসে আয়কর আদায়ে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩৯। আমদানী পর্যায়ে উৎসে আয়কর অব্যাহতি সংক্রান্ত আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17A এর সংশোধন :

এস.আর.ও নং ১৬১-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ২৮/০৬/২০০৭ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17A এর প্রথম proviso তে সংশোধনের মাধ্যমে কতিপয় পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং কতিপয় পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে নতুন করে উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17A এর প্রথম proviso তে আনীত সংশোধনসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) ক্রমিক নং (2), (5), (7), (56), (66), (82), (87), (88), (96), (100), (102), (115), (132-158) এবং (221) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) ক্রমিক নং (8), (12), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (68), (86), (111), (118), (177) ও (223) এবং উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ ক্রমিক নং (8), (12), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (68), (86), (111), (118), (177) ও (223) এবং উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

“(8) Celluler (Mobile/Fixed wireless) Telephone set (H.S. Code 8517.12.10);

(12) crude soyabean oil (H.S. Code 1507.10.00);

(23) live trout (salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, clarki, aquabonita, Gilae, Apach.) fry (H.S. Code 0301.91.10);

(24) live eels fry (H.S. Code 0301.92.10);

(25) live carp fry (H.S. Code 0301.93.10);

(26) Other live fish (excl.trout, eels and carps) fry (H.S. Code 0301.99.10);

- (27) live fry of rock lobster and other sea craw fish (H.S. Code 0306.21.10);
- (28) live fry of lobster (H.S. Code 0306.22.10);
- (29) live fry of shrimps and prawns (H.S. Code 0306.23.10);
- (30) live fry of crabs (H.S. Code 0306.24.10);
- (31) live fry of crustaceans cons., nes (H.S. Code 0306.29.10);
- (68) brans sharps and oth. residues of oth. cereals except maize and wheat (H.S. Code 2302.40.00);
- (86) Chemical contraceptive preparation based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides (H.S. Heading Code 3006.60.00);
- (111) polyethylene terephthalate (pet chips) in primary forms (H.S. Heading Code 3907.60.10 & 3907.60.90);
- (118) syn. staple fibers, of nylon or other polyamydes, not carded, combed/ processed (H.S. Code 5503.11.00 & 5503.19.00);
- (177) Meltable Scrap (H.S. Heading Code 7204.10.20, 7204.29.20, 7204.30.20, 7204.41.00 ও 7204.49.20);
- (223) Zinc Sulphates (H.S. code 2833.29.50);”

- (গ) ক্রমিক নং (237) এর শেষ প্রান্তস্থিত ফুলস্টপ এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক নং (238), (239) ও (240) এবং উহাদের বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথাঃ-
 “(238)Lubricating oil (H.S. Code 2710.19.21);
 (239) Lube base oil (H.S. Code 2710.19.22);
 (240) Machinerics for telecom sector (H.S. Code 8517.61.00, 8517.62.10, 8517.62.20, 8525.50.90 ও 8525.60.90);”।

৪০। আয়কর রিটার্ন ফরম পরিবর্তন সংক্রান্ত :

এস.আর.ও নং ১৭৯-আইন/আয়কর/২০০৭ তারিখ- ১১/০৭/২০০৭ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-24 সংশোধনক্রমে ব্যক্তি ও কোম্পানী করদাতার জন্য দু’টি পৃথক আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্মানিত করদাতাদের সুবিধার্থে নতুন রিটার্ন ফরমগুলো যথেষ্ট সহজ করা হয়েছে। একই সাথে বিধি- 25 ও 25A সংশোধনক্রমে ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য সম্পদ ও দায়

বিবরণী (IT-10B) ও জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত বিবরণী (IT-10BB) তে করদাতার নাম ও টিআইএন (TIN) সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নতুন প্রবর্তিত রিটার্ন ফরমের অপরিণামিততার ক্ষেত্রে ২০০৫ সালে প্রবর্তিত রিটার্ন ফরমসমূহ ব্যবহার করা যাবে।

৪১। বাজেট কার্যক্রম, ২০০৭ এর মাধ্যমে প্রণীত প্রজ্ঞাপনসমূহ ও নতুন প্রবর্তিত উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত আদেশ পরিশিষ্ট-তে সংযোজন করা হলো।

Bangladesh Tax Update

www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

মাহবুব হোসেন

প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নোটঃ বাজেট কার্যক্রম, ২০০৭ এর মাধ্যমে প্রণীত অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ (যা পরিশিষ্ট-তে বর্ণিত) "আয়কর প্রজ্ঞাপন" বিষয়ক বইতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।